এনরন থেকে ওয়ার্ল্ডকম

তারকা পতন

হাসান মূর্তাজা

ভূতগুলো যেন সব সর্ষের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সমাজে যেভাবে একের পর এক কর্পোরেট দুর্নীতির কাহিনী বেরিয়ে আসছে, তাতে এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন টেলিকম্যুনিকেশন জায়ান্ট ওয়ার্ল্ডকম। ৩৮০ কোটি ডলারের বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির দায় মাথায় নিয়ে কোম্পানিটি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করতে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। এর আগে অনুরূপ দুর্নীতির দায়ে দেউলিয়া হয়েছে বৃহৎ জ্বালানি প্রতিষ্ঠান এনরন। এ তালিকায় আরো আছে, ফটোকপি জায়ান্ট জেরক্স, টায়কো, টেলিকোম্পানি আদেলফিয়া, গ্লোবাল ক্রসিং, চেইন সুপারমার্কেট 'সুপারভেল্যু'সহ আরো অনেক বৃহদাকৃতির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। দু'বছর যাবৎ মার্কিন অর্থনীতিতে যে ভাটার টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে, একের পর এক তারকা পতন সেই অর্থনীতিকে একদম ফোকলা করে দেবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

২১ জুলাই দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ডকম' নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করতে আদালতের আশ্রয় নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া আইনের ১১ অধ্যায় অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ওয়ার্ল্ডকম ও এনরনের পতনের ফলে মার্কিন বাজার অর্থনীতির যে ক্ষতি হলো, তাকে সারিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। এর ফলে ডলারের মূল্য পতন ঘটেছে। শেয়ারবাজারে বিশ্বাসহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশীরা তাদের বিনিয়োগ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সস্তায় তাদের স্টক বিক্রি করে দিচ্ছে। মানুষ ভাঙিয়ে ফেলছে মিউচুয়াল ফান্ড শেয়ারগুলো। সবচে' বড় কথা, মার্কিন কোম্পানিগুলোর এবং এর পরিচালনা পর্ষদের ওপর থেকে যে বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তা যুক্তরাষ্ট্রের ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্ত করবে নিঃসন্দেহে।

এনরন সদর দপ্তর

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ওয়ার্ল্ডকম ও এনরনের পতনের ফলে মার্কিন অর্থনীতির ক্ষতি হবে ৩৭০০ কোটি থেকে ৪২০০ কোটি ডলার। এনরনের পতনের ফলে ১২ হাজারের বেশি শ্রমিক বেকার হয়েছিলো। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ডকম তাদের ৮০ হাজার কর্মচারীর এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ১৬ হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করবে। এনরনের পতনের পর শেয়ারহোল্ডারদের ৬৭০০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়। ওয়ার্ল্ডকমের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা পেনশনের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলো ওয়ার্ল্ডকমের শেয়ারে। তিন বছর আগে ওয়ার্ল্ডকমের শেয়ারের মূল্য উঠেছিলো ৬৪.৫০ ডলার। পতনের পর এর মূল্য নেমে আসে ৯ সেন্টে। যার ফলে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি হয়েছে ১৭,৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি। বিশ্বের ৬৫টি দেশে ওয়ার্ল্ডকমের ব্যবসা ছিলো। কোম্পানির পতনের ধাক্কা এসব দেশেও লাগবে নিঃসন্দেহে। ওয়ার্ল্ডকমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে

জাপান, হংকংসহ ইউরোপের অনেক শেয়ারবাজারে শেয়ার মূল্যের পতন ঘটে।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, হঠাৎ কি ঘটলো যার ফলে এনরন, ওয়ার্ল্ডকমের মতো বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলো ধসে পড়তে শুরু করলো? এর উত্তর দুর্নীতি। বেশি লাভের আশায় কোম্পানির লাভের অঙ্ক বড় করে দেখিয়ে শেয়ারের দাম বাড়ানো। ওয়ার্ল্ডকমের ক্ষেত্রে মূলত তাই ঘটেছে। মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশনের তদন্তে দেখা যায়, কোম্পানিটি তাদের হিসাবরক্ষণে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাত্যহিক ব্যয় মেটাতে ওয়ার্ল্ডকম খরচ করেছে ৩৮৫ কোটি ২০ লাখ ডলার। যে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের ব্যয় মেটাতে হয়। একজন ব্যক্তি যেমন বাড়ির বিদ্যুৎ ও পানির বিল দেন ব্যাপারটা সেরকম। ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ার্ল্ডকম অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর যে অবকাঠামো সুবিধা ভাড়া নিয়েছিলো, এগুলো ছিলো মূলত তারই খরচ। কিন্তু ব্যবসা চালানোর খরচ হিসেবে এই ব্যয় না দেখিয়ে ওয়ার্ল্ডকম বলেছে, এগুলো হচ্ছে বিনিয়োগ, সম্পদ যেমন– রিয়েল এস্টেট অথবা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের খরচ। গত ১৫ মাস ধরে ওয়ার্ল্ডকম এসব ব্যয়কে 'বিনিয়োগ ব্যয়' হিসেবে দেখিয়েছে। যদিও বিনিয়োগ ব্যয় কয়েক বছরের খরচের মধ্যে ভাগ-বন্টন হয়ে যাওয়ার কথা। এভাবে ওয়ার্ল্ডকমের লাভ দেখানো হয় ৩৮৫ কোটি ডলার।

জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহে ওয়ার্ল্ডকমের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা স্কট সুলিভানকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জন মিগমোরের তত্ত্বাবধানে এক পর্যালোচনা সভায় বেরিয়ে আসে কিভাবে গত বছর থেকে সুলিভানের নজরদারিতে কোম্পানি 'ক্ষতি'কে 'লাভ' হিসেবে দেখিয়েছে। কিভাবে বিপুল প্রাত্যহিক ব্যয়কে মূলধন বিনিয়োগ হিসেবে দেখিয়ে শেয়ার মূল্য বাড়ানো হয়েছে। মার্কিন সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি), জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট, অন্তত দুটো কংগ্রেস কমিটি এবং ওয়ার্ল্ডকম যেখানে অবস্থিত সেই মিসিসিপি সরকারও ওয়ার্ল্ডকমের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারীরা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বার্নি এবারের বিরুদ্ধেও তদন্ত করছে। কেননা রহস্যজনক কারণে বার্নি এ বছর এপ্রিল মাসে ওয়ার্ল্ডকমের সিইও'র পদ থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও এসময় তার কাছে কোম্পানির পাওনা ছিলো ৩৬ কোটি ডলার যা তিনি তার কাছে গচ্ছিত শেয়ারের বিপরীতে স্বল্প সুদে ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন।

সুসময়ে ওয়ার্ল্ডকমের তিন কর্তা : সিগমোর, এবারস, সুলিভান

এনরনের দুর্নীতি ফাঁস করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যারন ওয়েটকিনস্

এনরনের প্রতারণার ব্যাপারটা খানিকটা ভিন্ন। জটিলও বটে। অন্যান্য বৃহৎ কর্পোরেশনের মতো এনরন যখন অন্য কোম্পানির শেয়ারে

এ সপ্তাহের বিশ্ব

সুদানে **সমঝোতা**

উনিশ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানে সুদান সরকার ও বিদ্রোহী পিপলস লিবারেশন আর্মি একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। আঞ্চলিক ইন্টার গভর্নমেন্টাল অথরিটি অন ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধ নিরসনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'পক্ষ সমঝোতার পর এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্ষমতা ভাগাভাগি, সম্পদ বন্টন, মানবাধিকার ও অস্ত্রবিরতি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ফলে দক্ষিণ সুদানের স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, সুদানে মুসলিম সরকার ও খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের মধ্যে '৮৩ সাল থেকে গৃহযুদ্ধ চলছে। এতে ১০ লাখ নিহত ও ৪০ লাখ গৃহহারা হয়েছে।

রবিন কন্যার পদত্যাগ

ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের কন্যা ডালিয়া রবিন শ্যারন সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। ৫১ বছর বয়স্কা দুই সন্তানের জননী ডালিয়া একজন আইনজীবী। ১৯৯৫ সালে উগ্রবাদী ইহুদির হাতে আইজ্যাক রবিন নিহত হবার পর তিনি রাজনীতিতে আসেন। ১৯৯৯ সালে প্রথমে নতুন দল সেন্টার পার্টি গঠন ও পরে পিতার লেবার পার্টিতে যোগ দেন।

ব্রিটেনে নারী ধর্ষণ

ব্রিটেনের সরকারি সূত্রের মতে, ব্রিটেন ও ওয়েলসে প্রতিদিন ১৬৭ জন নারী ধর্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রতি ২০ জনের ১ জন ধর্ষিতা। অন্যদিকে প্রতি ১৩টির মধ্যে ১টি ধর্ষণের বিচার হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৪৫ জন মহিলা পরিচিতজনদের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে। ৮ ভাগ হচ্ছে অপরিচিতদের দ্বারা। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ১৬ বছর বয়স থেকে ধর্ষণের শিকার হয়েছে মোট ৭ লাখ ৫৪ হাজার মহিলা। অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল মহিলারাই ধর্ষণের ঝুঁকির মধ্যে বেশি থাকে।

ইরাক-ইরান লাশ হস্তান্তর

বিনিয়োগ করতে চাইতো, সে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শেয়ার কেনার মূলধন জোগাড়ের জন্য একটি যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারতো। সে পথে না গিয়ে এনরন বরং বেশকিছু জটিল অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে যাতে লেনদেনকে এনরনের হিসাবপত্রে দায় হিসেবে না দেখিয়ে লাভ হিসেবে দেখানো হয়। এসব অংশীদারিত্বের মধ্যেই ছিলো দুর্নীতি। যেমন– নিজস্ব সম্পদ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির জন্য এনরন কনডর নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে এনরন শেয়ারের ৮০ কোটি ডলার ধার দেয়। যা কনডর এনরনের সম্পদ ক্রয়ে খরচ করবে। এখন এনরন এই লেনদেনকে ক্যাশ লাভ হিসেবে চিহ্নিত করে। এভাবে র‍্যাপ্টর নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় ৪৫ কোটি ডলার যেন তা কিছু প্রতিষ্ঠানের নামে বিনিয়োগ করে। এভাবে এনরন ভুয়া লাভের হিসাব তৈরি করে। কনডর বা র‍্যাপ্টর কোনো প্রতিষ্ঠানেরই স্থায়ী সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও এনরন এসব অঙ্গ প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল লাভের হিসাব খাতায় উল্লেখ করে।

কোম্পানিগুলোর এভাবে ক্ষতি গোপন করার বা লাভ বাড়িয়ে দেখানোর অভ্যাস চিরন্তন। প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব ফাঁকি ধরার জন্য আছে অডিট ফার্ম। এক্ষেত্রেও অডিট ফার্ম ছিলো। কিন্তু কোম্পানির দুর্নীতি তুলে ধরার বদলে তা চেপে গিয়েছিলো ফার্মটি। অবাক করার বিষয়, দুটি ক্ষেত্রেই একটি অডিট ফার্ম জড়িত : আর্থার এন্ডারসেন এক্ষেত্রে বেড়ার ঘাস খাওয়ার অবস্থা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও তদন্ত হচ্ছে। এর আগে, আর্থার এন্ডারসেনের বিরুদ্ধে এনরনের কাগজপত্র ও আলামত নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছিলো। গত ১৫ জুন বিচারকরা এন্ডারসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগকে সত্য বলে রায় দেন। ফলে তদন্ত কাজে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে এন্ডারসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত

দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে অডিট ফার্ম আর্থার এন্ডারসনও

চলছে। ওয়ার্ল্ডকম যে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে তা মোটেও জটিল কোনো ব্যাপার নয়। অ্যাকাউন্টিংয়ের যে কোনো নবিশ ছাত্রও তা ধরে ফেলতে পারবে। তাহলে এন্ডারসেন কেন পারলো না? উত্তর হচ্ছে 'টাকা'। ওয়ার্ল্ডকমের হিসাবপত্রকে ত্রুটিমুক্ত সার্টিফিকেট দিতে এন্ডারসেন প্রতিবছর ৪৪ লাখ ডলার পেতো। বিনিময়ে ওয়ার্ল্ডকমের দুর্নীতি দেখেও না দেখার ভান করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এখন এন্ডারসেন বলছে, ওয়ার্ল্ডকমের কর্মকর্তা সুলিভান কখনোই প্রয়োজন মতো কাগজপত্র সরবরাহ করেনি। কিন্তু চোর স্বেচ্ছায় ধরা দেবে এমন হাস্যকর যুক্তিতে বিশ্লেষকরা কান দিচ্ছেন না। এর আগে এনরনের অডিটর হিসেবে এন্ডারসেন পেত ৫ কোটি ডলার। এনরনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে পরে এন্ডারসেন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলো। এবার যেন সেই অবস্থা না করতে পারে সেজন্য ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট। শুধু এন্ডারসেন নয়, ওয়ার্ল্ডকমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাজারে বন্ড ছেড়েছে এমন ব্যাংকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডকমের দেনার পরিমাণ ৩২০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ঋণদাতা ও বন্ডের মালিক হিসেবে ডজনখানেক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ব্যাংক এবং আর্থিক সেবাদানকারী ফার্মের নাম উঠে এসেছে যার মধ্যে আছে ব্যাংক অব আমেরিকা, সিটি গ্রুপ, ডয়েচ ব্যাংক এবং জিই (GE)। সিটি গ্রুপ ওয়ার্ল্ডকমের ৩৩ কোটি ডলারেরও বেশি বন্ডের মালিক এবং কোম্পানিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ২০০১ সালের মে মাসে সিটি গ্রুপ

ইরাক ও ইরান ১৯৮০-৮৮ সালের যুদ্ধে আটক ১ হাজার ৭০০ জন বন্দী সৈন্যের লাশ হস্তান্তর করেছে। এতে ইরাক পক্ষের ১ হাজার ১৬৬ জন এবং ইরানের ৫৭০ জন সৈন্যের লাশ হস্তান্তর করা হয়। এই হস্তান্তরকে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া দু'পক্ষের মধ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আটক ১৪ ইরাকি সৈন্যের হস্তান্তর ও ইরাক-ইরান যুদ্ধের আটক বন্দীদের প্রত্যার্পনের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।

নজিরবিহীন ইসরাইলি আক্রমণ

ইসরাইলি বাহিনী এক নজিরবিহীন বিমান আক্রমণে ৯ শিশু ও শীর্ষ হামাস নেতাসহ ১৬ জনকে হত্যা করেছে। ভোর রাতে গাজার আবাসিক এলাকায় এফ-১৬ জঙ্গী বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সহযোগে এ হামলা চালানো হয়। এতে হামাস নেতা শেখ সালাহ সেহাদ নিহত হন। তার জানাজায় ৩ লাখ ফিলিস্তিনি অংশ নেয়। সবগুলো আরব দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

ড. কালামের শপথ গ্রহণ

ড. আবুল পাকির জয়নুলাবেদীন আব্দুল কালাম ভারতের ১২তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তিনি ভারতের তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্রপতি। বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম ভারতের মিসাইল প্রতিরক্ষার অন্যতম নায়ক। দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরে ৭১ বছর বয়সী ড. কালামের জন্ম। বিজেপি ও কংগ্রেসের যৌথ সমর্থনে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এদিকে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্ত ৭৫ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ তৃতীয়বারের মতো কিউবায় মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণের ওপর ৪ দশকের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত একটি আইন ২৬২-২১৭ ভোটে পাস করেছে। অবশ্য হোয়াইট হাউস এতে ভেটো প্রদানের হুমকি দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ ও সিনেটের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদে বলা হয়, ভ্রমণ মার্কিন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।

এবং জেপি মর্গান চেজ একত্রে ওয়ার্ল্ডকমের ১১৯ কোটি ডলারের বন্ড ইস্যু করেছিলো। এসব বন্ডের ক্রেতারা এখন ব্যাংক দুটোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে এই বলে যে, তারা ওয়ার্ল্ডকমের হিসাবপত্র সঠিকভাবে নিরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, ওয়ার্ল্ডকম বা এনরনের পতন কেবল দুর্নীতির কারণেই নয়, এটি মূলত '৯০-এর শেষে মার্কিন অর্থনীতিতে বৃহৎ কোম্পানিগুলোর একীভূত হবার যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো, তারই পরিণতি। '৯০ সালে অর্থনীতির স্ফীতিকালে ৯ ট্রিলিয়ন ডলারের একীভূতকরণ বা মার্জারিং ঘটেছিলো। এখন এসব বৃহৎ কোম্পানি একের পর এক ধসে পড়ছে। ওয়াল স্ট্রিটের 'নতুন অর্থনীতি'তে উৎসাহিত হয়ে ২০০০ সালে ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে একীভূতকরণ ও ক্রয়ে। কিন্তু মার্জার সংস্কৃতির অবধারিত নেতিবাচক পরিণতি এড়াতে পারছে না কোম্পানিগুলো। যদি ঐতিহাসিক রীতি বজায় থাকে, তবে নতুন যেসব কোম্পানি একীভূত হয়েছে তাদের দুই-তৃতীয়াংশের স্টক মার্কেটে দরপতন ঘটবে। কেবল ২০০০ সালেই বিশ্ব অর্থনীতিতে ২ ট্রিলিয়ন ডলার দরপতন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ওয়ার্ল্ডকম যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম দূরপাল্লার যোগাযোগ মাধ্যম এমসিআইকে কিনে নিয়েছিলো। সেই সঙ্গে কিনেছিলো ইউইউ নেটকে (Uunet)। অর্থনীতিবিদ হ্যান্স শেভক বলেন, ষাটের দশকের পর থেকে একীভূত কোম্পানিগুলো এর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন, প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় উৎপাদন, লাভ, নতুন প্যাটেন্ট এবং বাজারে শেয়ার মূল্যের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১৭ ভাগ খারাপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে।

মার্কিন প্রশাসন বিশেষত বুশ প্রশাসনের নামও জড়িয়ে গেছে এই দুর্নীতির সঙ্গে। বুশ প্রশাসনের দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উঠেছে। বুশের নির্বাচনী প্রচারণায় যোগদানের পূর্বে চেনি বড় তেল কোম্পানি

এনরনের জালিয়াতির তদন্ত চলছে

এনরনের প্রধান নির্বাহী ক্যানেথ লে

হেলিবার্টনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। সে সময় লাভের হার বেশি দেখিয়ে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগে এসইসি তদন্ত শুরু করেছে। আরো উদাহরণ আছে। যেমন– এনরন ১২ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন রাজনীতিবিদের পকেটে পয়সা দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত মোট ৬০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছে কোম্পানিটি। এছাড়া ভারতে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চাপ দেয়ার জন্য ক্লিনটনের সময় ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটিকে ১ লাখ ডলার চাঁদা দিয়েছে এনরন। এছাড়া বিগত বছরগুলোতে এনরন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশকে দিয়েছে ৭ লাখ ডলার।

পৃথিবীর দেশে দেশে স্বচ্ছতা, সুনীতি এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিন সরকার উচ্চকণ্ঠ। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হলে তো কথাই নেই। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে দ্বিধা করে না যুক্তরাষ্ট্র। এবার নিজেদের ঘরেই আবিষ্কার হচ্ছে দুর্নীতির চালচিত্র। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই 'কর্পোরেট ওয়াটারগেটের' এ সময় 'নিক্সনদের' পাকড়াও করা ছাড়া কোনো গতি ছিলো না। বুশ প্রশাসন কতদূর কি করেন এখন তাই দেখার বিষয়।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

Tuition Wanted, MBA students (IBA, DU) with extensive hands on experience in teaching IELTS, TOEFL, GMAT, SAT, IBA, NSU are offering tutorial assistance.– Polash (Civil, BUET), Asheq (Hons + MA in English) 8014402, 019-357050 (T & T)

জীবন সঙ্গীর প্রয়োজনে সুন্দর চোখ ও সুন্দর ফিগারের কাউকে খুঁজে ফিরি জানতে ও বুঝতে। শুধুমাত্র ছবিসহ লিখলে আমিও তোমাকে লিখবো (ছবি ফেরতসহ)।– Shahin, C/o, A. Gomes, Kleine Steuben-Str-11, 45139 Essen, Germany

***

পাত্র চাই : সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের শ্যামলা, সুশ্রী চাকরিজীবী (বয়স-২৮) প্রহসনমূলক স্বল্প সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্তা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উল্লেখ্য, পাত্রীর দুই ভাই দুটি উন্নত দেশের অভিবাসী। উপযুক্ত পাত্র অথবা অভিভাবকগণ বিস্তারিত বিবরণসহ যোগাযোগ করুন। উপযুক্ত পাত্রকে দেশে অথবা বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যেতে পারে।– যোগাযোগ : বক্স-২৬৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল : ksp@rn.com

***

বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্র (৩২) নম্র ও ভদ্র, নিজ নামে ঢাকায় ফ্ল্যাট এবং আগামী বছর বিদেশগামী। বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, এ লেভেল বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্মার্ট পাত্রী আবশ্যক।– ইখতিয়ার ৯৬৭১৪৬৮ (রাতে বা ছুটির দিনে)